যুগান্তর

তারিখ ... 31 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৬ ...

তানোরে ৭৮ বিদ্যালয় বন্ধ রেখে শিক্ষকদের ভূরিভোজ

তানোর (রাজশাহী) প্রতিনিধি

রাজশাহীর তানোরে সরকারি ছুটি ছাড়াই ৭৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রেখে শিক্ষকরা ভূরিভোজে মেতে উঠেছেন। এতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। এ নিয়ে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, সরকারি কোনো ছুটি না থাকলেও শনিবার উপজেলার ৭৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখা হয়। বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিদ্যালয়গুলো বন্ধ রেখে সব শিক্ষক মিলে তানোর এলাকার রায়তান বড়শো সরকারি বিদ্যালয়ে গিয়ে এ ভূরিভোজ করেছেন বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছেন। দুর্গাপুর, ছাঐড়, মিরাপুরসহ বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকারি কোনো ছুটি নেই। কিন্তু কেন স্যারেরা স্কুল বন্ধ রেখে ভূরিভোজ করছেন তা তাদের বোধগম্য নয়। তারা আরও জানায়, বিদ্যালয় বন্ধ থাকলে লেখাপড়ায় মন বসে না। বিষয়টি নিয়ে যেন দেখার কেউ নেই। তবে, এ সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শফিকুল মাস্টার বলেন, শিক্ষক সমিতির সদস্যদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পিকনিকের আয়োজন করা হয়। একটা দিন স্কুল বন্ধ থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হওয়ার কিছু নেই। স্কুল বন্ধ থাকুক আর নাই থাকুক শিক্ষার্থীদের পাস ও ফেল তাদেরই হাতে। এটা নিয়ে লেখালেখি করলে শিক্ষকদের চাকরি যাবে না বলে দম্ভোক্তি করেন তিনি। এ বিষয়ে তানোর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বদিউজ্জামান জানান, বিদ্যালয় ছুটি রাখার বিষয়ে শিক্ষকরা মৌখিকভাবে অবহিত করেছেন। তাদের বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে অবগত করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তবে বিদ্যালয় ছুটি দিয়ে ভূরিভোজ করার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি এড়িয়ে যান। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা জানান, বিদ্যালয় ছুটি দিয়ে ভূরিভোজের বিষয়ে তিনি অবগত নন। যেসব শিক্ষক বিদ্যালয় বন্ধ করে ভূরিভোজ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।